যায়যায়দিন
তারিখ 27 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

সলিমুল্লাহ মেডিকালে শিবির ক্যাডার ও সাধারণ ছাত্র সংঘর্ষে আহত ৩

যাযাদি রিপোর্ট

মিটফোর্ড নবাব স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজের আলাউদ্দিন ছাত্রাবাসে তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে শিবির ক্যাডার ও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে, ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সংঘর্ষ চলাকালে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং ভাংচুরের ঘটনা হয়। এ সময় নয়া দিগন্ত পত্রিকার মিটফোর্ড প্রতিনিধিসহ তিন শিবিরকর্মী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় কলেজ ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলগুলোয় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যে কোনো সময় ফের সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে ছাত্ররা। পরিস্থিতি মোকাবেলায় হলগুলোয় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মঙ্গলবার সকালে আলাউদ্দিন ছাত্রাবাসের পেপার রুমে দৈনিক প্রথম আলোর পরিবর্তে নয়া দিগন্ত পত্রিকা রাখা হয়। এ ঘটনায় চতুর্থ বর্ষের কয়েক ছাত্র প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ করেন। প্রিন্সিপালের অফিস সেক্রেটারি শাহনেওয়াজ হোসেন সঙ্গে সঙ্গে হলে গিয়ে আগের মতোই পত্রিকা রাখার নির্দেশ দেন দারোয়ানকে। এ ঘটনার পর মঙ্গলবার দুপুরে চার-পাচজন শিবির ক্যাডার অভিযোগকারী ছাত্রদের হুমকি দেয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। রাত ৯টার দিকে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে হলের সাধারণ ছাত্ররা ৩১০ নাম্বার কক্ষে সভা আহ্বান করে। সভা চলাকালে ৩০-৪০ জন শিবির ক্যাডার সশস্ত্র অবস্থায় ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। ক্যাডাররা হকিস্টিক, লাঠিসোটা দিয়ে ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করে। এ সময় পুরো হলের ছাত্ররা বেরিয়ে এলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ছাত্ররা নয়া দিগন্তের প্রতিনিধি ও শিবির ক্যাডার হুমায়ুন কবির হিমু, আরিফ ও দোলনকে পিটিয়ে আহত করে। গুরুতর অবস্থায় তাদের হসপিটালে ভর্তি করা হয়। সংঘর্ষ চলাকালে শিবির ক্যাডাররা ৩১০ নাম্বার কক্ষে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এ সময় সাধারণ ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা শিবির ক্যাডারদের নামে বরাদ্দকৃত ৩১২, ৪০৯, ৪১০ এবং প্রধান ছাত্রাবাসের ৩০১ নাম্বার রুম ভাংচুর করে।

এদিকে শিবির ক্যাডারদের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের সংঘর্ষের খবর পেয়ে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি থেকে অর্ধ শতাধিক শিবির কর্মী মঙ্গলবার গভীর রাতে আলাউদ্দিন ছাত্রাবাসের গেটের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। এতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অতিরিক্তি পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনার জের ধরে শিবির ও সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে গতকাল বুধবার প্রিন্সিপালের কাছে পাল্টাপাল্টি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। দুপুর ১২টায় সাধারণ ছাত্ররা প্রিন্সিপালের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ

পৃ ১৫ ›› ক ৩

সলিমুল্লাহ মেডিকালে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রদর্শন করে এবং তিন দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেয়।

দাবির মধ্যে রয়েছে, ক্যাম্পাসে ইফতার পার্টির নামে শিবিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ, হামলাকারী শিবির ক্যাডারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঘটনার মূল নায়ক নয়া দিগন্ত প্রতিনিধি হুমায়ন কবির হিমুকে আজীবনের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কার। এ বিষয়ে প্রিন্সিপাল ডা. এম আবদুল্লাহ, উপাধ্যক্ষ ডা. এ এস এম শরিফুজ্জামান রুবেল ছাত্রদের দাবি তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের শান্ত করেন।